প্রথম আলো

তারিখ 08 JAN 2014
পৃ ২০ কলাম ৬

# প্রধান শিক্ষকের এ কী কাণ্ড!

## নিজের বিদ্যালয়ের চেয়ার টেবিলে আগুন দিলেন

**নিজস্ব প্রতিবেদক, বগুড়া ●**

নির্বাচনী সহিংসতার শিকার হিসেবে সরকারি অনুদান বেশি পাওয়ার আশায় নিজের বিদ্যালয়ের আসবাবে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন এক প্রধান শিক্ষক। বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার সুজাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল মান্নান (৫৮) গতকাল মঙ্গলবার সকালে এই কাণ্ড ঘটান। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা এ কথা জানিয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জড়ো করা আসবাবে আগুন দেখতে পেয়ে লোকজন চিৎকার শুরু করে। এলাকার লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে এলে আবদুল মান্নান সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করেন।

এলাকাবাসী জানান, প্রধান শিক্ষক নিজেই এসব আসবাবে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী বাবু মিয়া জানান, প্রধান শিক্ষক সকাল ১০টার সময় তাঁকে (বাবু মিয়া) স্কুলের মূল ভবনের পাশে বিদ্যালয়ের সব চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চ নিয়ে যেতে বলেন। প্রধান শিক্ষকের কথামতো তিনি সেখানে সেগুলো নিয়ে যান। এরপর প্রধান শিক্ষক সেসব চেয়ার-টেবিল ও বেঞ্চে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। এলাকাবাসী এ ঘটনা দেখতে পেয়ে প্রধান শিক্ষককে মারতে আসেন। একপর্যায়ে তাঁকে বিদ্যালয়ে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১

## শিক্ষকের কাণ্ড!

শেষ পৃষ্ঠার পর

সরকারি আজিজুল হক কলেজের সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবিদুর রহমান বলেন, 'আগুন দেওয়ার পরে স্যার বলেন, আমার বিদ্যালয়ের জিনিসে আমি আগুন দিয়েছি, তোমাদের কী! তোমরা এসব বুঝবে না।' বিদ্যালয়ের আসবাবে আগুন ও প্রশ্ন। শিক্ষককে জনতা অবরুদ্ধ করে রাখার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সেনবাহিনীর একটি দল ও শাজাহানপুর থানার পুলিশ। প্রশাসনের কর্মকর্তারা সেখানে গিয়ে প্রধান শিক্ষককে জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে শাজাহানপুর থানায় নিয়ে যান।

শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মান্নান বলেন, 'প্রথমে সংবাদ পেয়েছিলাম প্রধান শিক্ষক স্কুলে আগুন দিয়ে নাশকতা করছেন। কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলে বোঝা যায়, সরকারি বরাদ্দ বেশি পাওয়ার আশায় প্রধান শিক্ষক ইচ্ছে করেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে আটক করা হয়েছে।'

শাজাহানপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুর রহমানের কাছে ঘটনাটি জানতে চাইলে তিনি *প্রথম আলোকে* জানান, প্রাথমিকভাবে লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নির্বাচনের আগের রাতে এই বিদ্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়েছিল।